Paper - CC 10

ভাববাদ

4th SEM
(Hons/Gen) ABK

বার্কলের ভাববাদ ব্যাখ্যা ও বিচার কর। তুমি কি মনে কর যে, এই মতবাদের যুক্তিসম্মত পরিণতি হল অহংসর্বস্ববাদ? আলোচনা কর।

লক্-এর প্রতিনিধি বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের ভাববাদ। লকের প্রতিনিধি বস্তুবাদ অনুসারে, আমাদের মনের বাইরে জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও তাকে আমরা জানতে পারি না। আমাদের সরাসরি জানা বিষয় হল, জড় বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট কতকগুলি মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মাত্র। বার্কলের মতে 'জড়বস্তু আছে কিন্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়' — লকের এই উক্তি স্ববিরোধী, যা 'আছে' তাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়। যার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সৎ নয়, তাহলেই বার্কলের সিদ্ধান্ত হল, 'আমাদের মনের বাইরে জড়জগৎ আছে' — এমন কথা বলার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

বার্কলে কখনও এমন বলেন নি যে, আমাদের মনের বাইরে, গাছপালা, নদীনালা, চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি বস্তু নেই। বার্কলে কেবল এটুকু বলতে চেয়েছেন যে, এসব বস্তু মনের বাইরে থাকলেও জড়বস্তু হয়ে নেই, আছে 'ধারণা' রূপে বা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাপুঞ্জরূপে। ধারণা-অতিরিক্তভাবে জড়বস্তু রূপে বৃক্ষ যদি থাকেও তাহলেও এই ধারণার আড়াল ভেদ করে সেই বৃক্ষকে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলেই যুক্তিসম্মতভাবে প্রশ্নটাই বলতে হয় যে, আছে কেবল মন এবং মনের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ বা ধারণাসমূহ — বৃক্ষ-অভিজ্ঞতাপুঞ্জ, পর্বত-অভিজ্ঞতাপুঞ্জ, ~~[illegible]~~ সেমার অভিজ্ঞতাপুঞ্জ অর্থাৎ ধারণাপুঞ্জ। তবে, একটি অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে অন্য অভিজ্ঞতাপুঞ্জ থেকে পৃথক করার জন্য তাদের প্রত্যেককে এক একটি বিশেষ নামে — 'বৃক্ষ', 'পর্বত', 'সেমার' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয় এবং এইভাবে চিহ্নিত করার ফলে আমরা মনে করি যে, মনের বাইরে বৃক্ষ, পর্বত, সেমার ইত্যাদি আছে। আসলে 'বৃক্ষ' একটি নাম, বৃক্ষ-অভিজ্ঞতাপুঞ্জের নাম।

বার্কলের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে যে, 'বার্কলের ভাববাদ অনুসারে জগৎটা যেহেতুই একটা কল্পনার জগৎ' — এই অভিযোগ তাঁর প্রতি সঠিক নয়। আমাদের মনের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎকে বার্কলে কল্পনার জগতের মতো অলীক বলেন নি। তাঁর জগৎটা অলীক না হলেও তা জড়-রূপে নেই। বার্কলের মতে 'যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, তা নেই', এই তত্ত্বটি বার্কলে তাঁর জনৈক ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেছেন — 'Esse est Percipi' অর্থাৎ 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া' — 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা নির্ভর' — 'অস্তিত্বশীলতা ও প্রত্যক্ষণীয়তা অভিন্ন'।

Scanned with CamScanner

অন্যথায়, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা পুঞ্জ যেখানে নেই সেখানে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বার্কলের এই তত্ত্ব অনুসারে, আমাদের কোন অভিজ্ঞতা পুঞ্জ বা ধারণা এবং ঐ ধারণার ধারকরূপে মন, কিন্তু বাহ্যবস্তুমাত্রই অসার।

অভিজ্ঞতাপুঞ্জ হল সেইসব বস্তুর ধারণাগত অস্তিত্বকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আমার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর টেবিলের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও, টেবিলের ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমার না হলেও, অন্য কারও অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে তা থাকতে পারে।

বার্কলে একথা স্বীকার করেন যে, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদির অভিজ্ঞতাপুঞ্জ আমার নয়, অন্যের কারো আছে, যদিও সেই কারণ অপ্রত্যক্ষগোচর কোন জড়বস্তু নয়। অভিজ্ঞতা বা ধারণা হল মানসবৃত্তি এবং মানসবৃত্তির কারণ কখনও জড়বস্তু হতে পারে না, মন বা আত্মা থেকেই ধারণার উদ্ভব হতে পারে। বার্কলের মতে আমাদের মনে বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি ধারণার কারণ হল এক অসীম ও অখণ্ড অস্তিত্বশীল সত্তা এবং এটিই বার্কলে 'ঈশ্বর' বলেছেন। আমরা যে ধারণাকে বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করি আসলে তা হল ঈশ্বরের মনের ধারণা। ঈশ্বরের মনের ধারণাই আমাদের কাছে বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাহলে আমি অথবা কোন সসীম দ্বীব ঘরের টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বরের মনের ধারণারূপে তা আমাদের মনের বাইরে অস্তিত্ববান থাকে।

এভাবে বার্কলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছেন এক অসীম সর্বজ্ঞ মনের মধ্যে, মনের বাইরে কোন জড়সত্তার মধ্যে নয়। তাই ঈশ্বর স্বীকৃতির পর বার্কলের ভাবাদের সার কথা হল — ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, এবং ঈশ্বরের ধারণার সৃষ্ট জগৎ আছে, যা আমাদের কাছে বস্তুজগৎরূপে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মনে একইরকম অভিজ্ঞতা মুদ্রিত করেন বলেই জগৎ আমাদের কাছে মোটামুটি একইরকম অনুভূত হয় — আমি যখন টেবিল দেখি অন্যেরাও তখন টেবিল দেখে, ভীত পেতে না।

বার্কলের এই ভাববাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

① বার্কলের ঈশ্বর-স্বীকৃতি তাঁর মূল মতবাদের সাথে 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' এই মতবাদের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন হয়নি। 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' এই মতবাদ অনুসারে, মন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া তা সৎ বস্তু হতে পারে না। তাহলে, মূল মতবাদের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে গেলে, বার্কলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না।

Scanned with CamScanner

ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে এটাও মানা যায় না যে, আমাদের ঐ সব অভিজ্ঞতার কারণ এক অপ্রত্যক্ষগোচর ঈশ্বর। বার্কলের কাছে দুটি মাত্র বিকল্প থাকতে পারে: ① ঈশ্বরও কতকগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার পরিধায়, ② ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাপুঞ্জ অতিরিক্ত একটি কিছু। প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করলে ঈশ্বরের বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকার করলে 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' তত্ত্বটি অস্বীকার করতে হয় এবং যেহেতু নিজের অনুসরণ করে দুরবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার পথেও আর কোন বাধা থাকে না, এমনকি, বার্কলের আমাদের সাথে তাঁর ঈশ্বর-স্বীকৃতি সঙ্গতি সম্ভব হতে পারে না।

② বার্কলের মতে 'মন-নিরপেক্ষভাবে যখন দুরবস্তুর কথা চিন্তা করা যায় না তখন মন-নিরপেক্ষভাবে দুরবস্তুর অস্তিত্বকেও স্বীকার করা যায় না। বার্কলের এই কথাটি দ্ব্যর্থক, একটি অর্থ হল—

১. "চিন্তার সাথে যুক্ত না হয়ে দুরবস্তুকে 'অস্তিত্বশীলরূপে চিন্তা' করা যায় না,"

এই কথাটি বলার মধ্যে কোন দোষ নেই। কোন কিছুকে অস্তিত্বশীল-রূপে চিন্তা করতে হলে তাকে চিন্তনশীল মনের দ্বারাই করতে হয়। কথাটির দ্বিতীয় অর্থ হল—

2. 'চিন্তার সাথে যুক্ত না হয়ে দুরবস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না,'

এই কথাটি সত্য নয়, মিথ্যা।

এই কথার চিত্র যে 'মনকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর চিন্তা করাই যায় না' তার এই কথার অর্থ এমন নয় যে, 'মন নিরপেক্ষভাবে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না'। বার্কলে প্রকৃতপক্ষে 'ভাবার বিষয়' এবং 'বিষয়'-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। মনের সাথে সম্বন্ধমুক্ত না হয়ে 'ভাবার বিষয়' না থাকলেও 'বিষয়' থাকতে পারে। তাই ভাবার বিষয় না হয়েও দুরবস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে।

③ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'—এই মতবাদকে সমর্থন করা যায় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অপ্রত্যক্ষগোচর বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এবং সেইমতো অনুমান করি, না হলে ব্যবহারিক জীবন-যাপন সম্ভব হয় না। ইলেকট্রন-প্রোটনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যে অনুমান করে আরোহী অনুমান, যদিও ইলেকট্রন-প্রোটন প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এইভাবে, আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অনেক কিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য অপ্রত্যক্ষগোচর বস্তুর অনুমান করা হয়। যেমন, গ্লাস ঘরে শূন্য পাত্রকে জলপূর্ণ দেখে আমি অনুমান করি, 'আমি

Scanned with CamScanner

Paper - CC 10 4th Sem (Hons/Pass) ABK

দুর্বল ও সবল ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য

বার্কলের ভাববাদের দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থাৎ দুর্বল ভাববাদ অনুসারে, বার্কলে জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ না করলেও জড়বস্তুর অস্তিত্বকে যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব বলেন নি। যেমন কিছুর অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষ-নির্ভর হয়, তাহলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা চলে না। তবে, জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে তেমন কোনো যুক্তি দেখানো না গেলেও, জড়বস্তুর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা না হলেও, অদৃশ্য অবস্থায় জড়বস্তুর সত্তাটা যে যৌক্তিক অসঙ্গতি নয় অর্থাৎ 'জড়বস্তু আছে' এমন চিন্তা স্ববিরোধী নয়। দুর্বল ভাববাদ বলার কারণ 2য় ভাববাদের অপর এক ব্যাখ্যার তুলনায় প্রথমে দাবীটি কিছু কম জোরালো।

অপরদিকে বার্কলের সবল ভাববাদের ব্যাখ্যা অনুসারে, বার্কলে কেবল জড়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকেই যুক্তিহীন বলেন নি; জড়বস্তুর অস্তিত্বকে যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব বলেছেন। যেমন কিছুর অস্তিত্বের নির্ধারক যদি প্রত্যক্ষণীয়তা হয় (esse est Percipi) তাহলে যুক্তিসম্মতভাবে জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করা যায় না এবং এমন বলা যায় না যে 'আমাদের প্রত্যক্ষ-অনুভবে না হলেও জড়বস্তু আছে'। অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষ নির্ভর হয় তাহলে "জড়বস্তু (বা অপ্রত্যক্ষগোচর) অস্তিত্বশীল (প্রত্যক্ষণীয়)" কথাটির মানে হয় 'অপ্রত্যক্ষণীয় হয় প্রত্যক্ষণীয়', সেক্ষেত্রেই কথাটি স্ববিরোধী এবং যা স্ববিরোধী তা অর্থহীন। ~~অস্তিত্ব~~ কাজেই 'জড়বস্তু আছে' কথাটি অর্থহীন, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' এই সূত্র অনুসারে কেবল এমনটাই বলতে হয় যে, আছে কেবল সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার বস্তু ধারণা। এই প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে বার্কলের ভাববাদকে বলা হয় সবল ভাববাদ, কারণ সবল ভাববাদের দাবীটি দুর্বল ভাববাদ অপেক্ষা অনেক বেশী জোরালো। ভাববাদের এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই ব্যাখ্যা অনুসারে, এই ক্ষেত্রে আছে কেবল ভাব বা ধারণা।

ভাববাদের এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অর্থাৎ সবল ভাববাদই বার্কলের ভাববাদের সঠিক ব্যাখ্যা। বার্কলের ভাববাদকে 'দুর্বল' বলার পরিবর্তে 'সবল' বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত, কারণ ধারণা অতিরিক্তভাবে জড়বস্তুর অস্তিত্বকে বার্কলে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

Scanned with CamScanner